A-3665

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
তাং .....
গ্রন্থাগার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ- এর উপর

প্রতিবেদন [Report]

IMED Library
Accession No ... A-3665 ...
Accession Date ... 13-1-2013 ...
No of Copy ... 01 ...
Call No ...

প্রণয়নকারী

মো: আতিকুল ইসলাম

ব্যক্তি পরামর্শক; আইএমইডি

০৭-০১-২০১৩ খ্রি:

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

১। **পটভূমি:-**

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ গণখাতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়নের কেন্দ্রীয় সংস্থা বিধায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এ বিভাগ করে থাকে । তবে আইএমইডি-এর মনিটরিং সেক্টর কর্তৃক দীর্ঘ সময় নিয়ে নিবিড়ভাবে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চালানোর প্রয়োজনে ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চিহ্নিত করে তা নিবিড় পরিবীক্ষণ নিমিত্তে স্বল্প মেয়াদে স্বতন্ত্র ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় জনাব মো: আতিকুল ইসলামকে "পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন,সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস চাষ" শীর্ষক প্রকল্পে ব্যক্তি পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়।

২। **প্রকল্প পরিচিতি:-**

প্রকল্পের নাম হচ্ছে "পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদীখনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ"। বাংলাদেশে ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১৪.৯৮ কোটি লোক (BBS,2012) বসবাস করে। এ বিপুল জনগোষ্ঠির জীবিকার সংস্থান যেহেতু এ দেশকেই করতে হবে সেহেতু বিদ্যমান জায়গা-জমি/ভূমিকে আরও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যের অংশ হিসাবে পাবনা জেলার গাজনার বিলের জলাবদ্ধতা ও পানিস্বল্পতা নিরসনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ মোট ৬টি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে গৃহীত হয়।

৩। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ হলো:

ক) প্রায় ১৭০০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনয়নসহ বাদাই নদীর Secondary খালে পানি নিষ্কাশণ/ নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মোট ২৭০০০ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা বৃদ্ধিপূর্বক সমন্বিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস।

খ) উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থা পর্যালোচনা, গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং মাছ চাষের উপযুক্ত এলাকা নির্ধারণ, বোরো ও টি-আমন চাষ বৃদ্ধি করা।

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** (Location of the Project) : পাবনা জেলার সদর, বেড়া ও সুজানগর উপজেলা।

৫। **প্রকল্পের মাধ্যমে করণীয় কার্যাবলীর রূপরেখা:** প্রকল্পটি ৬টি সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। সংস্থা ভিত্তিক কাজ নিচে দেখানো হলো:-

ক্রমিক	সংস্থা/ অধিদপ্তরের নাম	সংস্থা/ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ণাধীন /বাস্তবায়িত কাজ।
১	২	৩
৫.১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	ইরিগেশন ক্যানাল, ড্রেনেজ স্ট্রাকচার ,পাম্প হাউস, নদী খনন ইত্যাদি নির্মাণ কাজ
৫.২।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট এলাকায় কৃষি উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক/ সমন্বিত প্রয়াস
৫.৩।	মৎস্য অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক/ সমন্বিত প্রয়াস
৫.৪।	প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাণী সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক প্রয়াস
৫.৫।	বন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক প্রয়াস
৫.৬।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রকল্প এলাকায় Submersible Road and Const. of 51m R.C.C girder bridge।

৬ ।প্রকল্পের অগ্রগতি:-

প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়ে প্রশাসনিক আদেশ জারী হয়েছে ১৮-০৩-২০১০ তারিখে। প্রকল্প মেয়াদ ২০০৯-২০১৩ অর্থাৎ ৪ (চার) বছর। প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ৪১৩৩১.৮৬ লক্ষ টাকা। স্বাভাবিক/সাধারণ হিসাবে এ সময়ে ৫০-৬০% কাজ বাস্তবায়ন হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু ২০১২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমান ৪০০৩.২৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রকল্প ব্যয়ের ০৯.৭০ %। অঙ্গভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব অধ্যায়- ৪ (পাতা নং ৭-১৫) তে দেখা যেতে পারে।

৭। নিরিড় পরিবীক্ষণের কার্য পদ্ধতি:

নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাথমিক ও সেকেণ্ডারি উৎসের তথ্য- উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবায়িত কাজ সরজমিন পরিদর্শন করা; সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, আলোকচিত্র গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অফিসে আলোচনা, বিভিন্ন দলিল- দস্তাবেজ, ক্রয় নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা সেকেণ্ডারি উৎস বলে বিবেচিত।

৮। তথ্য সংগ্রহে অনুসৃত পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া:

পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা আইএমইডি-তে দাখিল করা হলে তার অনুমোদন পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী পরিবীক্ষণ কার্যক্রম কার্যকর হয় [পরিশিষ্ট 'খ', (পাতা নং ৫৯)তে দেয়া আছে] ।

৯। পরিদর্শন:

যেহেতু ৬টি সংস্থা মিলিতভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেহেতু এ ৬টি সংস্থার কাজই পরিদর্শন করা হয়েছে। সংস্থা ভিত্তিক পরিদর্শন তথ্য নিম্নরূপ:

৯(ক)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড :

এ সংস্থা শুধু ৫০ কিমি: লম্বা বাদাই নদীর ২৮ কিমি: অংশের খনন কাজটিই করছে। নদীর Topography-এর কারণে খননের গভীরতা একেক স্থানে একেক রকম। এ অংশের কাজটুকু বিস্তারিত সার্ভে করার পরই করা হচ্ছে। খননের জন্য অনুমোদিত cross section অনুযায়ীই খনন কাজ বাস্তবায়ীত হচ্ছে বলে উপলব্ধি করা গেছে। এ সংস্থা কর্তৃক সম্পাদনীয় কাজের মূল্য টা:৩৬১৭০.৬৩ লক্ষ। ব্যয় হয়েছে : টা:২৮৬৭.১১লক্ষ বা ৭.৯৩%(৩০-৪-১২ পর্যন্ত)।

৯(খ)কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর:

প্রকল্প পরিচালক নিযোজিত না হওয়ায় কোন কার্যক্রমই কার্যকর হয়নি।

৯(গ)মৎস্য অধিদপ্তর:

প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে (১) মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । এখন পর্যন্ত (৩০-০৫-১২ পর্যন্ত) ২৬ ব্যাচে ৫২০জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে ২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয় উল্লিখিত আছে। (২) বিল নার্সারী স্থাপন করে সেখানে মাছের পোনা ছাড়া হবে যা বর্ষামৌসুমে প্রাকৃতিক নিয়মে চারিদিকে ছড়িয়ে যেয়ে তার বংশ বিস্তার করবে।(৩)মাছের জন্য স্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণ করে তাতে মা মাছ ছাড়া হবে। এ পর্যন্ত (৩০/০৫/'১২) দ'টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা ও তাতে ৬ প্রজাতীর মাছ ছাড়া হয়েছে। (৪) মৎস্য আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে Fish landing centre and Guard room স্থাপন করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।এপ্রিল/১২ পর্যন্ত ব্যয় টা:৫১.৪৮৩ লক্ষ যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০.৪৯%।

৯(ঘ) প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর:

এ অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে ৩০০ জনকে প্রশিক্ষনসহ প্রত্যেককে ১০টিহাঁসের বাচ্চাসহ ৫০ কেজি হাঁসের খাদ্য ও একটি হাঁসের ঘর দেয়া হয়েছে। বাছুর পালনের উপর আরও ৩০০জনকে প্রশিক্ণসহ তাদেরকে ঔষুধপত্র ও ৪টি আরসিসি খুঁটি সরবরাহ কর হয়েছে। মোট প্রাক্কলিত মূল্য টা:১৬৫.২২ লক্ষ। ব্যয় হয়েছে টা:৭২.৮১১লক্ষ বা ৪৪%।

৯(ঙ) বন অধিদপ্তর:

প্রকল্পের আওতায় ১৫ প্রজাতির ১.১৮ লক্ষ গাছের চারা উৎপন্ন করা হয়েছে যা অল্প সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্টগণের মধ্যে নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণ করা হবে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদনীয় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য টা:৮৫.০০লক্ষ। ব্যয়: ট:১১.৮৫

লক্ষ বা ১৩.৯৫%।

৯(চ) । স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি):

এ অধিদপ্তরের ((১)রায়পুর-দুলায় বদনপুরের সাব-মার্জিবল পাকা রাস্তার কাজ (৬৫০০-৯০০০ মিটার) প্রায় ৬০% সমাপ্ত হয়েছে। (২) রায়পুর-দুলায় বদনপুরের সাবমার্জিবল পাকা রাস্তার কাজ (৯০০-১১৫০০ মিটার) প্রায় ৪০% সমাপ্ত। (৩)কামালপুর- গাজনার বিল রাস্তা ৪০% সমাপ্ত (৪) বনখোলা- হাট বোড প্রায় ৮০% সমাপ্ত। (৫) চরদুলাই হাই স্কুল -গোরের ভিটা রোড প্রায় ৭০% সমাপ্ত। (৬) ৫১ মিটার লম্বা গার্ডার ব্রীজের ৯গ% কাজ শেষ হয়েছে (৩০/০৫/১২ তে)। এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদনীয় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য টা:৩৫৪৩.৫০ লক্ষ। ব্যয় হয়েছে টা: ১২৪২.৭৮ লক্ষ বা ৩৫.১০%।

১০। পর্যবেক্ষণ :

১০ (ক): বিস্তারিত সার্ভে ও ডিজাইন না করেই প্রকল্প কাজ শুরু করাহয়েছে। ফলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প অঙ্গ হতে প্রত্যাশিত ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে বা পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কাঠামোটি প্রত্যাশিত সময় পর্যন্ত কার্যকর নাও থাকতে পারে।

১০(খ) : সাধারণ শ্রমিক দিয়ে বাদাই নদী খননের প্রভিশন থাকলেও এক্যাভিটর দিয়ে করানো হচ্ছে। শ্রমিক দিয়ে কাজ করালে স্থানীয় জনগণের কিছুটা হলেও কর্ম সংস্থান হতে পারতো।

১০ (গ): প্যাকেজ প্রতি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কার্যাদেশ দেয়া দর কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৫-৩৬% কম। এত কমে দরে কার্য়াদেশ দেয়ায় প্রাক্কলিত মূল্য হারের যথার্থা যথার্থতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে।

১০ (ঘ): ডিপিপি-তে প্রকিউরমেন্টের যে প্ল্যান দেয়া আছে তার বাস্তবায়নকালে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

১০ (ঙ): পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর "তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী"-এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক । এ কর্মকর্তার সঙ্গে অন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ হয়না বল্লেই চলে। নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ান্তরে মিটিং এর মাধ্যমে সমস্যাটির কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা যায়।

১০(চ): জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণে অস্বাভাবিক বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে।

১১। সুপারিশ : এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে ৬টি সংস্থা/ অধিদপ্তর। তাই প্রত্যেক সংস্থা/ অধিদপ্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ নিম্নরূপ:

১১ (ক) । বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবোর্ড):

(১) Detailed survey , Design ও estimate সম্পন্ন করে তার ভিত্তিতে প্রকল্প অঙ্গের মূল্য নিরুপিত হওয়া সঙ্গত । (২) প্রকল্প অঙ্গের বাস্তবায়নাধীন কাজের জেনারেল স্পেসিফিকেশন লিখিত সাইনবোর্ড কর্মস্থলে প্রদর্শন করা সঙ্গত। (৩) ডিপিপি-তে উল্লিখিত পরিমানকে খণ্ডিত করা , সাধারণ শ্রমিকের পরিবর্তে এক্সাভেটর দিয়ে মাটি খনন কাজ করা , সিডিউল হতে ৩৫-৩৬ % কম দরে কাজ ঠিকাদারের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করা, জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব অস্বাভাবিক বিলম্বে প্রেরণ করা ও টেণ্ডার খোলার জন্য গঠিত কমিটিতে বাইরের সদস্য না রাখার কারণ প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানার জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে।

১১(খ) । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর:

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেয়ায় কোন কাজই হয়নি। তাই অতি সত্বর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া সঙ্গত।

১১(গ)। মৎস্য অধিদপ্তর:

অন্যান্য মাছের সঙ্গে দেশীয় প্রজাতির চাষের উদ্যোগ আরও জোরদার করা সঙ্গত।

১১(ঘ)। বন অধিদপ্তর:

তৈরী করা মাটীতে ১.৫-২ মি: লম্বা গাছ রোপনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১১ (ঙ) ।স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) :

চরদুলাই-গোরের ভিটা রাস্তায় অন্যের জমিতে র‍্যাম্প নির্মাণ, ভাটিকোরা-চরপাড়া ও কামালপুর-গাজনার বিল রাস্তার ২/৩ স্থানে ডিজাইন অনুযায়ী সোল্ডার না রাখা, টেণ্ডার খোলার সময় বাইরের সদস্য না রাখা ও ১০% এরও অধিক কমদরে কাজ ঠিকাদারের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়ার কারণ প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানার জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে।

১২। উপসংহার:

প্রকল্পটির Feasibility study 1968-70 M/S Sanyu Consultant International,INC,of Japan এবং কোরিয়ার Agricultural Development Corporation(ADC) 1978-এ করেছিল । এর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। PEC এর সিদ্ধান্ত ও বাস্তবতার নিরিখে আরও বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ নির্মিতব্য অবকাঠামো হতে পূর্ণ সুফল প্রাপ্তির প্রত্যাশায় Institute of Water Modeling (IWM) -কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তাই বিগত ২.৫ (আড়াই) বছরে মূলত: এ ইনভেস্টিগেসন/ স্টাডি বা সমীক্ষা/ Detail Design-এর কাজই হয়েছে। বাস্তব কাজ হয়েছে মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ০৯.৭% আর Released অর্থের তুলনায় প্রায় ৯০.৫%। এখন এ স্টাডি বা সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষ। তাই মূল কাজ এগিয়ে নেয়া এখন সহজ হবে। তবে তার জন্য এডিপি-তে প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

--------o--------

অধ্যায়-৭
সুপারিশ ও উপসংহার

এ প্রকল্পের কাজ ৬টি সংস্থা /অধিদপ্তরকে নিয়ে । তাই সংস্থা /অধিদপ্তর ভিত্তিক সুপারিশ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সংস্থা /অধিদপ্তরের নাম	সুপারিশ
১	২	৩
৭.১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১ (১)ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই প্রকল্প এলাকার Detailed Survey/ Contour map প্রণয়ন `Soil test, ground water / Surface water availability, খালের আকার আকৃতি ও গভীরতা, Gradient, slope, Scour ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে নিশ্চত হয়ে তার ভিত্তিতে ডিজাইন প্রণয়ন ও তাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প কাজ শুরু করা সঙ্গত। ১ (২)নদী পুন:খনন কাজের ক্ষেত্রে খননযোগ্য প্রতি কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অন্তত ৩-৪টি স্থানে এমন সাইনবোর্ড থাকবে যাতে লিখিত হবে 'প্রস্তাবিত খনন স্থানের x-section-এর গভীরতা, Slope ও অন্যান্য পরিমাপ '। ১(৩) প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রকল্প এলাকার যাবতীয় Survey, Investigation, Study ইত্যাদি চূড়ান্ত করার পর তার উপর ভিত্তি করেই প্রকল্প অন্তর্গত অঙ্গের এস্টিমেটের সমষ্টিই সমগ্র প্রকল্পের এস্টিমেট বা প্রকল্পমূল্যমান হিসাবে নির্ধারিত/নিরুপিত হওয়া সঙ্গত । ১(৪)নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য নেয়া যেতে পারে - অনুমোদিত ডিপিপি এর সংস্থান উপেক্ষা করে তাতে উল্লেখিত পরিমানকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাদাই নদী পুন: খননের টেণ্ডার আহ্বানের কারণ সম্পর্কিত বক্তব্য। - অনুমোদিত ডিপিপি এর সংস্থান উপেক্ষা করে এবং পূর্বানুমতি না নিয়ে ডিপিপি -তে উল্লেখিত ম্যানুয়েল লেবারর (সাধারণ শ্রমিক)-দিয়ে মাটি খনন না করিয়ে তার পরিবর্তে Excavator দিয়ে মাটি খননের কারণ সম্পর্কিত বক্তব্য। - বাদাই নদী পুন:খননের যে রেট সিডিউল আছে তার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা এস্টিমেট হতে ৩৫-৩৬% কম দরে কাজ বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করার কারণ [এ অবস্থায় রেট সিডিউল ও খনন কাজের প্রাক্কলনের যথার্থততা নিয়েই প্রশ্ন উঠে]। - প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী হওয়ার সাড়ে ১৪ মাস পর(অর্থাৎ ব্যাপক বিলম্বে) জমি অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণের কারণ। - টেণ্ডার খোলার জন্য গঠিত কমিটিতে বাইরের সংস্থা/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে না রাখার কারণ সম্পর্কিত বক্তব্য।

		১ (৫)কর্মকর্তগণের নিজ নিজ স্টেশনে অবস্থান করার বিধান বাপাউবো-এর বেড়া ডিভিশনের ক্ষেত্রে আরও কঠোরভাবে অনুসৃত হওয়া সঙ্গত। ১ (৬)নির্বাহী-প্রকৌশলীর কার্যালয়ের অধীনে একটি Laboratory থাকা সঙ্গত। যাতে এখানে ইট, বালি,স্টোন, সিমেন্ট ইত্যাদির গুণগতমান পরীক্ষা করা যায়। একটি 'স্মীথ হ্যামার' থাকা খুবই জরুরী। ১(৭) পানি উন্নয়ন বোর্ড নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃক প্রণীত ষ্টাডির ফলাফল যাচাই- বাছাই করে দ্রুততার সঙ্গে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। ১(৮) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের বাপাউবো ছাড়া অন্য কোন অধিদপ্তরের প্রকল্প কাজের উপর তাঁর দৃশ্যমান কোন কর্তৃত্ব নেই। এ কারনে কার্য অগ্রগতি পর্যালোচনায় সমস্যা দেখা দেয়। প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সব অধিদপ্তরের অগ্রগতি প্রতিবেদন 'প্রকল্প পরিচালকে'র অফিসে Consolidated হয়ে, Consolidated এ প্রতিবেদনই মন্ত্রণালয়সহ আইএমইডিতে আসলে অগ্রগতির প্রকৃত চিত্র পাওয়া অনেক সহজ হতে পারে । ১(৯) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে এডিপি-তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা অতি জরূরী ১(১০) প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য ৪১৩৩১.৮৬ লক্ষ টাকা। এ মানের প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন 'প্রকল্প পরিচালক' নিয়োগের জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত আছে। তাই এ প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন 'প্রকল্প পরিচালক' নিয়োগ দেয়া আবশ্যক।
৭.২।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২(১) প্রকল্প পরিচালক না থাকার কারণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। যার ফলে আবশ্যকীয় প্রকল্প অঙ্গের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে বিধায় জরুরীভাবে 'প্রকল্প পরিচালক' নিয়োগ দেয়া আবশ্যক।
৭.৩।	মৎস্য অধিদপ্তর	৩(১)। অন্যান্য মাছের সঙ্গে দেশীয় প্রজাতির মাছ [অর্থাৎ পুঁঠি, মোলা, পাতাসী, মেনি, টাকি, শোল, গজার, বোয়াল, আইর, খৈলসা, রাইখোর , ফলি, বেলে, পবতা, বাইন, গুঁচি , ট্যাংরা, চ্যালা, রিটা, গাগর, বাঘাড়, কৈ,শিং, বিটা, কালবাউশ ,রুই, কাতলা, মৃগেল,চিতল , ড্যাঁরকা/দারি/বউ ,সরপুঁঠি,ক্যাঁকলা,বাচা ও এরূপ মাছ] চাষের উদ্যোগ আরও জোরদার করা সঙ্গত।
৭.৪।	বন অধিদপ্তর	৫(১) । তৈরী করা মাটীতে ১.৫০-২মিঃ লম্বা গাছ রোপনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।এতে গাছ বিভিন্ন প্রকার উপদ্রপ হতে কিছুটা হলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।
৭.৫।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৬(১)। রাস্তা নির্মাণে প্রতি কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অন্তত ৩-৪টি স্থানে এমন সাইনবোর্ড থাকবে যাতে লিখিত হবে 'প্রস্তাবিত রাস্তার x-section-এর Height, Slope and other measurement. ৬(২) নিম্নোক্ত বিষয়ে এলজিডি-এর নিকট হতে বক্তব্য নেয়া যেতে পারে: - চর দুলাই হাই স্কুল - গোরের ভিটা রাস্তায় বেসরকারী জমিতে র‍্যাম্প নির্মাণের কারণ।

- ভাটিকোয়া-চরপাড়া সারিভিটা রাস্তা নির্মাণে ২/৩টি স্থানে ডিজাইন অনুযায়ী ০.৭০মি শোল্ডার না রাখার প্রেক্ষিতে সে শোল্ডার রাখার বিষয়টি কার্যকর করার উপর গৃহীত ব্যবস্থা।
- কামালপুর এইচ/ও খলিল খান গাজনার বিল রোড নির্মাণে রাস্তার ৪/৫টি স্থানে ডিজাইন অনুযায়ী ০.৭০মি শোল্ডার না রাখার প্রেক্ষিতে সে শোল্ডার রাখার বিষয়টি কার্যকর করার উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং নির্মিয়মান রাস্তার পাশে ২/২.৫ হাজার নিম্নমানের ইট ও ২৫/৩০% শিঙ্গিলস (ছোট-ছোট স্টোন) মিশ্রিত ৭/৮ ঘন মিটার Stone /boulder chips মজুদ থাকার কারণ।
- টেণ্ডার খোলার জন্য গঠিত কমিটিতে বাইরের সংস্থা/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে না রাখার কারণ সম্পর্কিত বক্তব্য।
- চরগোবিন্দ-বিলগাজনা রোড [০০-২৫০০মি] এবং বোগাজানি বানিয়ন ট্রি-বোগাজানিরোড [১০০০-১৫০০মি] এর নির্মাণ কাজে টেণ্ডার মূল্য ও চুক্তি মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্যর থাকা সত্বেও এত কম দর উল্লেখিত ঠিকাদারকেই কাজটি বরাদ্দ দেয়ার কারণ [এ অবস্থায় রেট সিডিউল ও খনন কাজের প্রাক্কলনের যথার্থততা নিয়েই প্রশ্ন উঠে]।

৭.৭। উপসংহার: প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই যে ইনভেস্টিগেসন/ স্টাডি বা সমীক্ষা হওয়ার বিধান তা অংশত হয়েছে প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে এবং এর ভিত্তিতেই প্রকল্পটি অনুমোদিত। ফলে প্রকল্প অনুমোদনের পরই ইনভেস্টিগেসন/ স্টাডি বা সমীক্ষার জন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) -কে নিয়োগ দেয়া হয় । বিগত ২.৫ (আড়াই) বছরে মূলত: স্টাডি বা সমীক্ষার কাজই হয়েছে। বাপাউবো-এর মূল কাজ না হওয়ায় জড়িত অন্য সংস্থার কাজও ধীর গতিতে চলছে। তবে যাবতীয় Investigation/ study /Mathematical Modelling technique -এর কাজ একেবারেই শেষ পর্যায়ে। এ study চূড়ান্ত হলে প্রকল্প এলাকার কোন Alignment-এ কোন কোন Canal কোন Gradient ও Slope-এ হবে , কোথায় কোন মাপের কি Regulator/ check structure হবে ইত্যাদি স্থীর করা যাবে । এর পর কাঠামো সমূহের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও প্রাক্কলন তৈরী হবে। প্রকল্প এলাকার প্রেক্ষিতে কাঠামোর Functional life স্থীর করা যাবে। সে সঙ্গে, Functional life -এর মধ্যে তা সচল/ সক্রিয় রাখা / কর্মক্ষম রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত হওয়া যাবে। যেহেতু এখন যাবতীয় ইনভেস্টিগেসন/ স্টাডি বা সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে তাই মূল কাজ অর্থাৎ Canal , Regulator/ check structure-এর নির্মাণ এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। তবে তার জন্য এডিপি-তে যথাযোগ্য পরিমান অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করারও প্রয়োজন হতে পারে।

------0------